বড়দিনের জামা

জন মার্টিন

আমরা তেরজন ভাইবোন এক সাথে বড় হয়েছি পুরানো ঢাকায় । আমার বাবা একজন স্কুলের শিক্ষক । অতএব এই তেরজন সন্তান নিয়ে ঢাকায় থাকা চাট্টিখানি কথা নয় । আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে অনেক কিছুর অভাব থাকলেও তেরজন ভাই বোনের একসাথে বেড়ে উঠার আনন্দের কোন অভাব ছিল না ।

বড়দিন আমাদের বছরের শ্রেষ্ঠ সময় । কারন তখন নতুন জামা কাপড় পাওয়া যায়, মজার মজার খাবার খাওয়া যায় । আর কেক, পিঠা খাওয়ার সময় কেউ বলে না, 'এই এত বেশী খাবে না' । বড় দিনের নতুন জামা কাপড় নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি । আমরা সারা বছর অপেক্ষা করতাম এই দিনে নতুন জামা-কাপড়ের জন্য । বছরের ঐ দিনেই আমরা নতুন জামা,জুতা পেতাম । তারপর সেই জামা তো বছরের প্রথম তিন মাস কেবল সবাই কে দেখাতাম । আর জানতাম বছরের শেষে ঐ কাপড় না ছেড়া পর্যন্ত নতুন জামার দেখা মিলবে না । ডিসেম্বর মাসে বাবা আমাদের নিয়ে পাড়ার টেইলারের কাছে যেত । টেইলার মাষ্টার আমাদের প্যান্টের,সার্টেরও মাপ নিত । আর স্টাইল? উহু.. ওটা বলার দ্বায়িত্ব ছিল বাবার । আমরা মুখে টেপ লাগিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম । কিছু বলার সুযোগ নেই । ভুলে কিছু বলে ফেললে যদি অর্ডার ক্যানসেল করে দেয়? যেদিন জামার ডেলিভারি হোত সেদিন থেকেই আমাদের বড়দিন শুরু হতো । কাপড় গুলো পড়ে আয়নার সামনে দাড়িয়ে বার বার নিজেকে দেখতাম । বাবা একবার আমাকে চামড়ার জুতো কিনে দিল । আমার বড় ভাই আমাকে বুঝালো যে যেহেতু এটা চামড়ার জুতা অতএব গীর্জার ঐ চকচকে ফ্লোরে পা ফসকে পড়ে যাব । আমারও মনে হলো কথাটা ঠিক । কারন এর আগে চামড়ার জুতা তো আমি পড়িনি । ব্যাস, বড়দিনের আগের সপ্তাহ জুড়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় চামড়ার জুতো পড়ে হাটা প্র্যাক্টিস করতাম । বাবা বলতো এত খট খট শব্দ হয় কেন? বাবার ধমক শুনে মনে হতো ফাদার গীর্জায় খট খট শব্দ করে হাটার জন্য ধমক দিবে । অতএব এবার পা টিপে টিপে হাটার প্র্যাকটিস শুরু ! বড়দিন না আসা পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় চলতো আমাদের উত্তেজনা । বড়দিনের আগের দিন সব কাপড় বালিশের কাছে রেখে ঘুমাতাম । সকালে উঠে গরম পানি দিয়ে হাত পা ধুয়ে নতুন কাপড় জুতা পড়ে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে গীর্জায় যাওয়ার যে উত্তেজনা তা কিন্ত দেখিনা আমার ১২ বছরের ছেলে ঋভুর মাঝে । আমরা সারা বছর নতুন জামা কাপড় পেতাম না । তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করতাম বড়দিনের জন্য । ঋভুরা সুখের দেশে বছরের যে কোন সময় ইচ্ছে হলে জামা কাপড় পেয়ে যায় । ওদের ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না । ঋভু বুঝে না বড়দিনের দিন কেন নতুন জামা কাপড় পড়তে হবে? এখনো বড়দিনে আমার নতুন জামা কাপড় পড়ে গীর্জায় যেতে ইচ্ছা করে । অথচ ঋভু দিব্যি সাধারন একটি কাপড় পড়ে আমার সাথে গীর্জ্জায় যেতে চায় । নতুন জামা যে ও পছন্দ করে না -তা নয় । কিন্তু ঐ বিশেষ দিনে নতুন জামা আনন্দ ওর ভিতরে দেখি না । আমার উত্তেজনা ঋভুকে স্পর্শ করে না । আমার আর ঋভুর আনন্দের সীমানা ভিন্ন । আমাদের বাঙ্গালীদের জীবনে উৎসবের যে সীমাহীন প্রভাব তা এই প্রবাসে বড় হয়ে উঠা অনেকেরই বোধ হয় বোঝা সম্ভব না । ঈদের দিনে রাস্তায় বেরুলেই বাঙ্গালীদের ধর্মীয় উৎসবের শক্তিটা বোঝা যায় । যে ভিখারী দুবেলা খেতে পারে না- সে ও চেষ্টা করে অন্তত ঐ দিন নতুন কাপড় পড়ে সবার সাথে এক হবে । সেটা সম্ভব না হলে অন্তত পুরানো কাপড় ধুয়ে, বালিশের নিচে চাপা দিয়ে ইস্ত্রি করে ঈদের দিনে পড়ে সবার সাথে এক হতে চায় । এইসব উৎসবে সবাই নতুন জামা কিন্তু কেবল

পোষাক হিসাবে পড়ে না । নতুন জামা সবাইকে পবিত্র করে তোলে । সবার মনে যে সুন্দর অনুভূতির জন্ম নেয় সেটাই বড়দিন, পূজা বা ঈদের মূল কথা । আমাদের মন ভাল থাকলে এই জগৎটাকে সুন্দর করে দেখতে ইচ্ছা করে । সব পাওয়ার এই দেশে -উৎসবের দিন কেবল এই আনন্দটুকু না আমি পাই- না পায় আমার সন্তান! ওরা ওদের মতো করে 'বড়দিনের' আনন্দ ঠিক করে নিয়েছে । যার অর্থ বুঝা আমার জন্য কঠিন নয় - তবে কষ্টকর । এই সিডনীতে যারা ঈদ পালন করেন আমার ধারনা তাদের কষ্টটা আমার কষ্টের চেয়ে কয়েক হাজার গুন বেশী । অতএব আমার কোন অভিযোগ নেই ।

জন মার্টিন

অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক

probashimartins@gmail.com